দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 02-FEB-1988 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 3 ...

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

প্রসঙ্গ ঃ পশ্চিম গহিরা উচ্চ বিদ্যালয়

দীর্ঘদিন ধরে ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুপস্থিতিতে রাউজান উপজেলার অন্যতম প্রাচীন বিদ্যাপীঠ পশ্চিম গহিরা উচ্চ বিদ্যালয়টি (বর্তমানে পশ্চিম গহিরা ইউনুছ সুফিয়া চৌধুরী পাবলিক উচ্চবিদ্যালয়) নানা সমস্যার সম্মুখীন।

বিগত প্রায় তিন বছর ধরে একই লোকদের নিয়ে গঠিত পর পর তিনটি তদর্থক (Ad hoc) কমিটি এ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের জন্য কোন নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে পারেনি। ফলে গত তিন বছরের মধ্যে বেশীর ভাগ সময়ে স্কুলটি কোন রকমের কমিটি ছাড়া শুধু মাত্র প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে পরিচালিত হয়ে আসছে। এই সুযোগে কি লাভে যে, ১৯৬৫ ইং সনে স্থাপিত এবং পশ্চিম গহিরা উচ্চ বিদ্যালয় নামে বোর্ড হতে স্বীকৃতি প্রাপ্ত স্কুলটির নাম পরিবর্তন করে ইউনুছ সুফিয়া চৌধুরী পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয় করা হয়েছে তা বোধগম্য নয়। ব্যবস্থাপনা কমিটি ছাড়া একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এভাবে আর কতদিন চলতে পারে? এই নিয়ে ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবক মহল উদ্বিগ্ন। কারণ ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুপস্থিতিতে শিক্ষকদের মধ্যে অন্তর্কলহ সৃষ্টি হয়, স্কুল পরিচালনায় স্থানীয় লোকজন প্রভাব খাটাতে চাইলে। প্রধান শিক্ষকের সাথে চরম বিবাদ হতে পারে; শিক্ষকগণ তাদের দায়িত্ব পালনে অবহেলা করতে পারে। এতে নিয়ম শৃংখলা এবং শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হয়। ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুপস্থিতে সমস্ত দায়-দায়িত্বের ঝুঁকি প্রধান শিক্ষককে এককভাবে বহন করতে হয়। কিন্তু তখন তিনি আইনত স্কুলের উন্নয়নের জন্য বড় রকমের কোন প্রকল্প পরিকল্পনা হাতে নিতে পারেন না, এমন কি কোন কোন স্কুলে ব্যবস্থাপনা কমিটির অবর্তমানে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের খবরও পত্রিকান্তরে দেখা যায়। এগুলো ছাড়াও আরো অনেক সমস্যা রয়েছে। পরিণতিতে আজ স্থানীয় ছাত্রছাত্রীরা অন্যত্র গিয়ে লেখাপড়া করতে বাধ্য হচ্ছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা নিতান্তই প্রয়োজন। এক কথায় সুদক্ষ ব্যবস্থাপনাই সফলতা অর্জনের মূল চাবিকাঠি। একটি সুপ্রতিষ্ঠিত স্কুলকে এভাবে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়ে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করা সচেতন লোকদের কাজ নয়।

তাই অনতিবিলম্বে পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনের পদক্ষেপ নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মুহম্মদ আইয়ুব আলী,
শেষপর্ব, ব্যবস্থাপনা,
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি'র বক্তব্য তথ্যগত ভুল কিনা তা নিয়ে সংশয়

দীর্ঘ ৫০ দিন বন্ধ থাকার পর বিশ্ববিদ্যালয় খোলার প্রাক্কালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আব্দুল মান্নান বক্তব্যে যে তথ্য উত্থাপন করেছেন তা তথ্যগত ভুল কিনা তা নিয়ে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মনে প্রশ্নের উদ্রেক করেছে। উক্ত বক্তব্যে উপাচার্য উল্লেখ করেছেন যে, গত ৭ বছরের মধ্যে ৪ ½ বছরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল। একই সাথে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, এর মধ্যে সরকারী নির্দেশে বন্ধ রয়েছে ৯ মাস। আমাদের প্রশ্ন, এই ৯ মাসের হিসাব তিনি কিভাবে করলেন? আমাদের জানা মতে শুধুমাত্র বর্তমান সরকারের আমলেই (যার মেয়াদ ৬ বছরের কিছু কম) প্রায় ১৩ মাস সরকারী নির্দেশে বন্ধ ছিল। জনশ্রুতি, উপাচার্য ঐসব অনির্ধারিত বন্ধ থেকে নির্ধারিত ছুটিসমূহ যেমন গ্রীষ্মের ছুটি, শীতকালীন ছুটি, এমন কি সাপ্তাহিক ছুটিও বাদ দিয়ে উক্ত তথ্য দিয়েছেন। যদি সত্যিই তাই হয় তবে সেটা যে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক বা অবৈজ্ঞানিক হিসাব তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

উক্ত বক্তব্যে পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হলে চরম ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে হুশিয়ারি দেয়া হয়েছে। আমাদের দুঃখ ও হুশিয়ারি যখন দিলেন তখন যখন যা ক্ষতি হওয়ার হয়ে গিয়েছে। অথচ এই হুশিয়ারি আরও আগে দেয়ার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। কেননা, এবারে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হওয়ার বেশ কিছুদিন পূর্ব থেকেই বন্ধ হওয়ার কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিল। এমন কি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকালীন সময়ে উপাচার্য বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার জন্য মামুলি দু'একটি বিবৃতি মাত্র দিয়েছেন। আর কিছুই পদক্ষেপ নেননি।

যদিও বেতন বৃদ্ধির দাবীতে শিক্ষকগণ ইতিপূর্বে সভা, সমাবেশ, মিছিল ইত্যাদি কর্মসূচী পালন করেছেন। আর একটা কথা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ এদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় যতদিন ছুটি থাকে বিশ্বের আর কোন উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এত বেশীদিন ছুটি আছে বলে আমাদের জানা নেই। যেমন রমজানের মত দীর্ঘ ছুটি একমাত্র পাকিস্তান ছাড়া বিশ্বের আর কোথাও নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একদিকে সেশনজটের জগাখিচুড়ি, অন্যদিকে ছুটির পর ছুটির বহর সমস্ত অবস্থাকে আরও জটিল করে তুলেছে।

এ দিকে দৃষ্টি দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অন্ততঃ এবারের মত রমজানের ছুটিসহ অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় ছুটি বাতিল করবেন এটাই সকল ভুক্তভোগী ছাত্রছাত্রীর কামনা।

মখলেসুর রহমানতরুণ ভূগোলবিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

এস, এস, সি পরীক্ষার পরীক্ষকদের বিল পরিশোধ প্রসঙ্গে

আমরা এস, এস, সি পরীক্ষার পরীক্ষকগণ প্রায় এক বৎসর অতীত হতে চলেছে ১৯৮৭ সালের এস, এস, সি পরীক্ষার খাতা পরীক্ষা করে এবং ১৯৮৫ সাল থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত ৩ বৎসর যাবৎ ব্যবহারিক পরীক্ষা সমাপ্তি করে যথাসময়েই বোর্ড কর্তৃপক্ষের বরাবরে বিল দাখিল করেছি। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় আজ পর্যন্ত উক্ত খাতার বিল এবং ব্যবহারিক পরীক্ষার বিল পাইনি।

দরিদ্র শিক্ষকের বিল পরিশোধের ব্যাপারে বোর্ড কর্তৃপক্ষের এহেন গড়িমসির কারণ আমাদের জানা নেই।

তাই, বোর্ড কর্তৃপক্ষের নিকট আকুল আবেদন এই, আমাদের উপরে উল্লিখিত বিলগুলো যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি এবং পরবর্তী সময় থেকে যাতে নিয়মিতভাবে এবং যথা সময়ে আমরা উক্ত বিল পেতে পারি তার আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করে বাধিত করবেন।

মোঃ লুৎফর রহমান, সহকারী শিক্ষক,
গোলাম নবী উচ্চ বিদ্যালয়
কালিয়াকৈর, গাজীপুর।